[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আবহাওয়া অফিস আগেই জানানো হয়েছিল যে বুধবার মুম্বাইতে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে৷

বহু জায়গায় মানুষ আটকে গেছে৷ পুলিশ স্থানীয় মানুষের সাহায্যে তাদের উদ্ধার করেছেন এবং সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন৷ অতিভারি এই বৃষ্টির জেরে ট্রেন পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে৷

বাস ও রেল পরিষেবা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে৷মঙ্গলবার মাঝরাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। পানি জমে যাওয়ায় সেন্ট্রাল রেলওয়ে একাধিক ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে এবং বেশ কিছু ট্রেনের রুট বদল করে দেওয়া হয়েছে৷

অন্যদিকে দিল্লিতেও এদিন হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে৷ এর জেরে মঙ্গলবারের প্রচণ্ড অস্বস্তিকর গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে৷ দিল্লিতে গত ১৩ দিনে বৃষ্টি হয়নি। ৮ সেপ্টেম্বর সফদরগঞ্জে শেষ বৃষ্টি হয়েছিল৷ চলতি মাসে দিল্লিতে কেবল ৩ দিন বৃষ্টি হয়েছে৷

বৃষ্টি না হওয়ায় আর্দ্রতা ও গরমে নাজেহাল অবস্থা হচ্ছিল সাধারণ মানুষের৷ সেপ্টেম্বরে ৮০ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে ভারতের রাজধানীতে৷

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

৫ বছরে বিদেশ সফরে ৫১৭ কোটি ব্যয় করেছেন মোদি

২০১৫ সাল থেকে বিশ্বের ৫৮টি দেশ সফর করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির এই বিদেশ সফরের পেছনে সরকারের খরচ হয়েছে ৫১৭ কোটি টাকা।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর বাবদ খরচের বিষয়টি লিখিত ভাবে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ।

তিনি জানান, ২০১৫ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় ৫ বার গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এছাড়াও গিয়েছেন চীন, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো মোট ৫৮টি দেশে। ওইসব সফরের জন্য মোট খরচ হয়েছে ৫১৭.৮২ কোটি টাকা।

গত নভেম্বরে শেষবার বিদেশ সফর করেছেন মোদি। ব্রিক্সের সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ব্রাজিল। ওই মাসের প্রথম দিকে গিয়েছিলেন থাইল্যান্ড। তারপর বিশ্বে করোনা মহামারী বিস্তার করলে আর বাইরে যেতে পারেননি তিনি।

এদিকে ২০১৮ সালে জানানো জানিয়েছিল, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের জন্য খরচ হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। ওই খরচের মধ্যে রয়েছে বিমান ভাড়া করার খরচ, বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ও হোটেলের খরচ।

সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিংয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোদির বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ হয়েছে ১,৫৮৩ কোটি টাকা, বিমান ভাড়া করার জন্য খরচ ৪২৯.২৫ কোটি। এই খরচ ২০১৪ সালের ১৫ জুন থেকে ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ওই সময়ে হোটেল খরচ হয়েছে ৯.১১ কোটি টাকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

একটি নয়, ট্রাম্পের কাছে পাঠানো হয়েছিল বিষাক্ত রাইসিনের ৬টি চিঠি!

দু’দিন আগে হোয়াইট হাউজের ভেতর থেকে ট্রাম্পের কাছে পাঠানো বিষাক্ত রাইসিনের একটি চিঠি উদ্ধার করে মার্কিন গোয়েন্দারা। সেটি এসেছিল কানাডা থেকে। অবাক করা বিষয় হল- কেবল একটি নয়, বিষাক্ত রাইসিনের ছয়টি চিঠি পাঠানো হয়েছিল ট্রাম্পের কাছে। খবর সিএনএন’র।

অবশ্য এই চিঠির প্রেরক হিসেবে একজন নারীকে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কানাডার পুলিশ রবিববার মন্ট্রিলে তার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় এবং ছয়টি চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে তথ্য পায়। অবশ্য ওই নারী কানাডা ও ফ্রান্সের দ্বৈত নাগরিক।

সোমবার রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ জানিয়েছে, চিঠির সংখ্যা মোট ছয়টি। তার মধ্যে একটি হোয়াইট হাউজে পৌঁছেছিল। বাকি পাঁচটি টেক্সাসে রয়েছে।

এ বিষয়ে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের কর্মকর্তা চার্লেস পইরিয়ের বলেছেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি মোট ছয়টি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হোয়াইট হাউজে ঢুকেছিল। বাকি পাঁচটি টেক্সাসে রয়েছে। যে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চিঠির বিষয়ে তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে আটক হওয়া নারী থাকেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এটার সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।’

বিডি প্রতিদিন

যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে চীনের কৃত্রিম হামলার ভয়ঙ্কর ভিডিও প্রকাশ

নতুন করে উত্তেজনা বাড়ালো চীনের বিমানবাহিনী। এবার পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন চীনের এইচ-৬ বোমারু বিমানকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক ঘাঁটি গুয়ামে হামলা চালাতে দেখা গেছে। কৃত্রিম এই ভিডিওটি গত শনিবার (চীনের পিপল’স লিবারেশন আর্মির বিমান বাহিনীর উইবু অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা হয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে মূলত যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে চীন। সোমবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বিশ্লেষকেরা মনে

করেন ভিডিও`র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে চীন

দুই মিনিট ১৫ সেকেন্ড দীর্ঘ একটি ভিডিও প্রকাশ করে দেশটির বিমান বাহিনী। ভিডিওটিতে যে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালাতে দেখা গেছে সেই গুয়াম যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় সামরিক স্থাপনা। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই স্থাপনায় মার্কিন বিমান ঘাঁটিও রয়েছে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যেকোনও সংঘাতের জবাব দিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ঘাঁটিটি। ওই ঘাঁটিতে কৃত্রিম হামলা চালানোর যে ভিডিওটি চীন প্রকাশ করেছে তা শুরু হয়েছে হলিউড সিনেমার মতো নাটকীয় মিউজিক দিয়ে। এই মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে মরু অঞ্চলের কোনও এক ঘাঁটি থেকে এইচ-৬ বোমারু বিমানকে উড়াল শুরু করতে দেখা যায়।

ভিডিওটি’র নাম দেওয়া হয়েছে, ‘যুদ্ধের ঈশ্বর এইচ-৬কে আক্রমণ শানাচ্ছে।’ ভিডিওটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় চীনা বিমানবাহিনী লিখেছে, ‘আমরা মাতৃভূমির আকাশ নিরাপত্তা প্রহরী; মাতৃভূমির আকাশ সবসময় সুরক্ষিত রাখার আত্মবিশ্বাস এবং ক্ষমতা দুইই আমাদের আছে।’ সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ভারতের সঙ্গে কষ্টে গড়া সম্পর্ক নষ্ট করছে পেঁয়াজ: সংসদীয় কমিটি

বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধে দেশটির আকস্মিক পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

চলতি মাসের শেষ নাগাদ দু’দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ পরামর্শক কমিশনের (জেসিসি) সভায় পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ও সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যার জোরালো প্রতিবাদ জানাতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা

হয়েছে।

রোববার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা থাকলেও তা হয়নি। জেসিসির বৈঠক শেষে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সভা শেষে কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর জেসিসির মিটিং। ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। কিন্তু কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এত কষ্ট করে সম্পর্ক উন্নয়ন করি আর ছোট্ট পেঁয়াজের জন্য সম্পর্ক নষ্ট হয়। এর কারণে জনমনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে পরে দুঃখপ্রকাশ- এসব কোন ধরণের আচরণ?’

এদিকে জেসিসির বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধে বাংলাদেশকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি।

বৈঠক শেষে ফারুক খান দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্মেলনের কথা তুলে ধরে বলেন, ‘গত দুই দিন ভালো মিটিং হয়েছে। এরকম ভালো মিটিং দশটা দেখেছি। দশটা মিটিংয়ে বলা হয়েছে সীমান্তে হত্যা বন্ধ হবে, কিন্তু হয়নি। জোর দিয়ে এগুলো বলতে হবে। আমরা এগুলো বন্ধ চাই। জোরে শোরে এটা বলতে হবে।’

যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিলে কড়া জবাব দেওয়া হবে: রুহানি

যুক্তরাজ্য ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তেহরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। তিনি বলেন, এরপরও যুক্তরাষ্ট্র কোনো হুমকি দিলে তার কড়া জবাব দেওয়া হবে। রবিবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এ কথা বলেছেন।

গত মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছিলেন, ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় আরোপের জন্য তিনি নিরাপত্তা পরিষদে ৩০ দিনের একটি প্রক্রিয়া চালু করবেন। এর ফলে আগামী ১৮ অক্টোবর তেহরানের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা আর শেষ হতে পারবে না।

অবশ্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩টিই জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ বাতিলযোগ্য। কারণ ২০১৫ সালে তেহরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর যে পরমাণু চুক্তি হয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটনকে সেই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। চুক্তির পক্ষ না থাকায় চুক্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই দাবি মানতে নারাজ।

প্রেসিডেন্ট রুহানি তার ভাষণে বলেছেন, ‘নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপের বেলায় আমেরিকা নিশ্চিত পরাজয়ের কাছাকাছি চলে গেছে তারা পরাজয়ের মুখোমুখি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নেতিবাচক জবাব পেয়েছে।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

উত্তেজনার মাঝেই লাদাখে রাফাল উড়াল ভারত, কড়া নজর চীনের ওপর

সীমান্ত নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই উত্তেজনা চলছে ভারত ও চীনের মধ্যে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বেশ কয়েকবার কমান্ডার লেভেলের বৈঠকের পরও অবস্থার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি।

মাঝে রাশিয়ায় দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বৈঠকে বসে উত্তেজনা প্রশমনে পাঁচ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একমত হলেও তা আর আলোর মুখে দেখেনি।

এরপরও চীন প্রায়ই ভারতকে হুমকি দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর রাফালও উড়াল দিল লাদাখের আকাশে।

জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যার পড়ে আম্বালা এয়ারবেস থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রাফাল যুদ্ধবিমান। লাদাখে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতেই রাফালকে কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

এমনকি সোমবার সকালেও লাদাখ ও ল’র আকাশে উড়তে দেখা যায় রাফাল যুদ্ধবিমানকে। এর ফলে স্পষ্ট, সীমান্তে একদিকে যেমন মোতায়েন সেনারা সজাগ রয়েছে, তেমনই বায়ুসেনাও নজর রাখছে চীনের ওপর।

এর আগে মিগ-২১, তেজস-সহ একাধিক যুদ্ধবিমান দিয়ে আকাশ থেকে লাদাখের পরিস্থিতির দিকে নজরদারি চালিয়েছে ভারত। তবে এবার ময়দানে রাফায়েল জেটও। অর্থাৎ ভারতীয় বিমানবাহিনীর আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের দশ দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ বিমানকে অ্যাক্টিভভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিল রাফাল ফাইটার জেট।

তবে এই সমস্ত যুদ্ধবিমান ছাড়াও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার এবং চিনুক হেলিকপ্টারগুলোও সেনাবাহিনীকে নানা দরকারি জিনিস পৌঁছে দিতে এই মুহূর্তে সহায়তা করছে এবং সীমান্তে কড়া নজর রাখছে ভারতীয় বাহিনী। চীনের যেকোনও ভুল পদক্ষেপের উত্তর যে ভারত দেবে, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্র: কলকাতা২৪

ভারত মহাসাগরে চীনের জাহাজ, বাড়ছে উত্তেজনা

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ভারত মহাসাগরে একটি চীনের গবেষণাকারী জাহাজকে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, মালাক্কা প্রণালী দিয়ে

ভারত মহাসাগরের অঞ্চলে ইউয়ান ওয়াং নামে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটি গত মাসে ঢুকে পড়েছিল। আর এই জাহাজটিকে ভারতীয় নৌবাহিনী ক্রমাগত নজরে রেখেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দিন কয়েক আগে ফের নিজেদের জলসীমায় ফেরত পাঠানো হয়েছে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটিকে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি সূত্র জানায়, এই ধরনের চীনা জাহাজগুলো গবেষণার নামে ভারতের জলসীমায় ঢুকে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় গত ১৫ জুন চীন ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ভারতের ২০ জন সেনা নিহত হয়। এরপরেও লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চীনের সেনাদের একাধিক বার সংঘর্ষ হয়েছে। সীমান্তে সংঘাত মেটাতে এখন পর্যন্ত একাধিকবার কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে চীন ও ভারত।

এদিকে, ভারত-চীন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে সম্প্রতি পিথোরাগড় সীমান্তে চীন সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি গুলোর মতে, লাদাখ অঞ্চলে চীন এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু পিথোরাগড় সীমান্তে তারা এই প্রথম একটি মানবহীন আকাশযানে পর্যবেক্ষণ করেছে।

সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এপ্রিল মাস থেকে একে অপরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী। পরিস্থিতি খুবই সিরিয়াস। দুই পক্ষের রাজনৈতিক স্তরে গভীর আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছেন তিনি।

সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, দু’দেশের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে। গত ৪৫ বছরে একাধিক মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যে স্থিতাবস্থা নিয়ে এসেছে ভারত ও চীন, তা এক মুহূর্তে ভাঙতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সিরিয়ায় বাড়তি সেনা মোতায়েন নিয়ে ফের উত্তেজনা রাশিয়া- যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সেনাদের মধ্যে সম্প্রতি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে চার মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সামরিক যানের সংঘর্ষের পর তারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর সিরিয়ায় বাড়তি সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ বিষয়ে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন বিল আরবান জানান, সিরিয়ায় আমেরিকান এবং যৌথ বাহিনীকে বাড়তি সুরক্ষা দিতেই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড’র এক মুখপাত্র শুক্রবার বলেন, ‘সিরিয়ায় অন্য কোনো দেশের অবস্থান করা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র।

সরাসরি রাশিয়ার নাম এ মার্কিন কর্মকর্তা উল্লেখ না করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক কর্মকর্তা বলেন, উত্তরপূর্ব সিরিয়ায় সেনা মোতায়েন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা মস্কোকে স্পষ্ট করে পারষ্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সংঘাত কমিয়ে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা মেনে চলার কথা বলছি। সেখানে রাশিয়া এবং অন্যান্য দলগুলো অপেশাদার, অনিরাপদ এবং উসকানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে এখনো প্রায় পাঁচশ’ মার্কিন সেনা অবস্থান করছেন। সেখানে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুর্দি বাহিনীকে সহায়তা করছে বলে দাবি তাদের। এর মধ্যে সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রুশ সেনাদের দমিয়ে রাখতে অতিরিক্ত সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।আমেরিকার এ ধরনের পদক্ষেপের এখনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি মস্কো।

এদিকে সম্প্রতি ইরানি সংবাদমাধ্যম পার্সটুডের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকায় রাশিয়া এবং মার্কিন সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাদের সামরিক যানগুলো দু’দিকে চলে যায়। তবে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর ওই

এলাকায় রাশিয়ার যুদ্ধ হেলিকপ্টার এবং মার্কিন যুদ্ধবিমান উড়তে দেখা যায়।

এ ব্যাপারে মস্কো টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকার তেল খনি থেকে মার্কিন সেনারা তেল চুরি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী ওই এলাকায় ঢুকতে গেলে মহাসড়কে তাদের গতিরোধ করে মার্কিন সেনারা। ফলে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে যুদ্ধ হেলিকপ্টার ও বিমান চলে আসে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন